সমকাল

তারিখ 18 AUG 2017
পৃ. ৩ কলাম ১-৬

শোক দিবসে ক্লাস নেওয়ায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

■ নিজস্ব প্রতিবেদক, *কুমিল্লা*

জাতীয় শোক দিবসে 'ক্লাস নেওয়ার অপরাধে' কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রভাষক এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহবুবুল হক ভূঁইয়াকে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. মুজিবুর রহমান মজুমদার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে তাকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। তবে ক্লাস নেওয়া হয়েছিল কি-না তা তদন্তে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, যাদের স্বল্পতম সময়ে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে বলে জানান উপাচার্য।

ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অভিযোগ এনে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই তাকে ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন প্রশাসন– এ প্রশ্নের উত্তরে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আলী আশরাফ সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেন, 'ছাত্রলীগের অভিযোগসহ ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তাকে এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে।'

শোক দিবসে মাহবুবুল হক ভূঁইয়া ক্লাস নিয়েছেন বলে শোক দিবসের অবমাননা হয়েছে দাবি করে তার পদত্যাগ চেয়ে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। তাকে বহিষ্কারের দাবি করে উপাচার্যকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে সংগঠনটির পক্ষে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত বুধবার ডিনদের সঙ্গে বৈঠক করেন উপাচার্য। বৈঠকের একদিন পরেই ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিল প্রশাসন।

ছাত্র-শিক্ষক মহলে প্রতিক্রিয়া

শিক্ষকের ব্যাখ্যা : মাহবুবুল হক ভূঁইয়া সমকালে গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি ক্লাস নেওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন বলে যে বক্তব্য ছাপা হয়েছে, তা ঠিক নয় বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ই-মেইলে সমকালের কাছে পাঠানো ওই ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ১৫ আগস্ট আমি কোনো ক্লাসই নিইনি। যে কাজটি করিইনি সেটির জন্য দুঃখ প্রকাশের সুযোগ কোথায়? ১৫ আগস্ট সকালে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ক্যাম্পাসে যাই। এর পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যে ফুল প্রদান শেষে ওইখানেই দাঁড়াই। এর মধ্যে আমার কিছু ছাত্রছাত্রী এসে বলে, কয়েকদিন পর তাদের পরীক্ষা। তারা কিছু বিষয় বুঝছে না, একটু সময় দিতে। তখন তাদের ডিপার্টমেন্টে আমার রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বলি। ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি, ওরা সংখ্যায় প্রায় ১০-১২ জন। এর মধ্যেই আমার আরেকজন সহকর্মী অন্য ডিপার্টমেন্টের আরও দুই সহকর্মীসহ রুমে আসেন। এ অবস্থায় তাদের সঙ্গে ওই রুমে বসে কথা বলা সম্ভব ছিল না। কারণ রুমে এত মানুষের বসার জায়গা ছিল না। আমি স্টুডেন্টদের পাশের একটি রুমে বসতে বলি এবং নিজেও একটু পরে সেখানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই ক্লাস নেওয়ার অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আদতে ওই ব্যাচের ক্লাস অনেক আগেই শেষ। এখন তাদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। এরই মধ্যে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিতও হয়েছে। সুতরাং ক্লাস নেওয়ার অভিযোগ একেবারেই সঠিক নয়।'